অভিবাসী নারী কর্মীর ক্ষমতায়নে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট

জেন্ডার বাজেট

- জেন্ডার বাজেট বা জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট দ্বারা নারীর জন্য পৃথক বাজেট করা বোঝায় না
- নারী ও পুরুষের উপর বাজেটের পৃথক প্রভাব এবং নারী পুরুষের চাহিদার যে ভিন্নতা, তাকে বিবেচনায় রেখে বাজেট বরাদ্দ হলো জেন্ডার বাজেট
- নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণে বাজেট বাস্তবায়নে কোন কোন বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন তার উপর ভিত্তি করেই জেন্ডার বাজেট করা হয়ে থাকে

জেন্ডার বাজেট: অর্থবছর ২০১৯-২০

- বাংলাদেশে প্রথম জেন্ডার বাজেট করা হয় ২০০৯-১০ অর্থবছরে
- পূর্বের ন্যায় ২০১৯-২০ অর্থবছরেও ৪৩টি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে
- জাতীয় বাজেটের মোট ব্যয় পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩০.৮%, যা মোট জিডিপির ৫.৬৬%

বাংলাদেশের শ্রমবাজারে নারীদের অবস্থা

- বাংলাদেশের শ্রমবাজারে নারীদের উপস্থিতি পুরুষের তুলনায় অনেক কম
- শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ তে দেখা যায় বাংলাদেশের বেকারত্ব হার ৪.২%, সেখানে পুরুষের বেকারত্ব হার ৩.১% এবং নারী বেকারত্ব হার ৬.৭%
- বাংলাদেশে বেকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষিত বেকারের হার বেশি। বেকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১১.৯% স্নাতক এবং ১৪.৯% উচ্চ মাধ্যমিক পাশ। নারী শ্রমশক্তিতে এই হার পুরুষের তুলনায় অধিক; নারীদের ক্ষেত্রে এই হার ২১.৪% স্নাতক ও ২৬.২% উচ্চ মাধ্যমিক পাশ এবং পুরুষের ক্ষেত্রে ১৪.৯% স্নাতক ও ১১.২% উচ্চ মাধ্যমিক পাশ।
- শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ তে আরো দেখা যায় যেসকল নারী কাজ খুঁজছেন না তাদের মধ্যে ৮১.১% ঘরের কাজ/গৃহস্থালীর কাজে যুক্ত আছেন এবং ১১.৭% বলছেন তারা পড়াশোনা করছেন বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। কিন্তু অপরদিকে ৪৯.২% কাজ খুঁজছেন না এমন বেকার পুরুষ পড়াশোনা/প্রশিক্ষণ গ্রহণের কথা জানিয়েছেন। এতে করে বোঝা যাচ্ছে পুরুষের তুলনায় নারীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ কম করছেন এবং ভবিষ্যত শ্রমবাজারে পুরুষের মত দক্ষ হয়ে প্রবেশের সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে।
- অপরদিকে দেশীয় শ্রমবাজারের মত বিদেশের শ্রমবাজারে বাংলাদেশী নারী কর্মীর চাহিদা পুরুষের তুলনায় অনেক কম

বাংলাদেশের নারী কর্মী অভিবাসন

- ২০১৬-২০১৮ সালের মধ্যে ৩,৪১,৭০৮ জন নারী কর্মীর অভিবাসন হয়েছে
- জুন ২০১৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৬৬,৩৮২ জন নারী কর্মী বিদেশ গমন করেছেন
- গত ১০ বছরে নারী কর্মী অভিবাসন বেড়েছে ৫ গুণ
- ২০১৮ সালে ১ লাখের অধিক নারী কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ গিয়েছেন, যার মধ্যে ৭২% সৌদি আরব গমনকারী

নারী কর্মী অভিবাসনে চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশের বিদেশগামী নারী শ্রমিকদের কিছু অংশ দালালের খপ্পরে পড়ে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। আর কেউ কেউ বিদেশে থাকাকালীন অবস্থায় যৌন, শারীরিক অথবা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এভাবেই আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভের আশায় নানা রকম প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে তারা বিদেশে কাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন।

অভিবাসন জেন্ডার বাজেট

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত বাজেট ৫৯১ কোটি টাকা
- এই মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২৭৩ কোটি টাকা, যা মন্ত্রণালয়ের মোট বরাদ্দের ৪৬%
- গত ৫ অর্থবছরে অভিবাসন বাজেট বরাদ্দে গড়ে প্রায় ৩৭% জেন্ডার বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যার মধ্যে প্রত্যক্ষ বরাদ্দ গড়ে অভিবাসন বাজেটের ২৮% এবং গড়ে ৯% পরোক্ষ বরাদ্দ হিসেবে প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ে উন্নয়ন ও পরিচালনের জন্য প্রায় সমপরিমাণ বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাবনা করা হয়েছে। যার মধ্যে অভিবাসন উন্নয়ন বাজেটে নারী উন্নয়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ ৭৭% এবং পরিচালন বাজেটে জেন্ডার বাজেট বরাদ্দ হলো ১৬%।

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ২০১৯-২০ অর্থবাজেট

- ২০১৯-২০ অর্থবছর বাজেট বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী বলেছেন সরকার আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩ কোটি জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে বাংলদেশের বেকারত্বের অবসান করবে
- তরুণ জনগোষ্ঠী সহ অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ২০১৯-২০ অর্থবাজেটে ১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাবনাও রাখা হয়েছে
- তাই নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বেকারত্ব দূর করার জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকে কিভাবে আরো বেশি দক্ষ করে কর্মক্ষেত্রে আনা যায় সে বিষয়ে সরকারের পদক্ষেপ প্রয়োজন এবং জেন্ডার বাজেট প্রণয়নে ও বাস্তবায়নেও এর প্রতিফলন প্রয়োজন

আলোচনার মূল দুইটি আলোচ্য বিষয়

১. নারী অভিবাসী কর্মীদের অভিবাসন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে এবং তাদের জন্য সেবা ও সুযোগ-সুবিধা সমূহ সহজলভ্য করার জন্য নতুন অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারন

২. দীর্ঘমেয়াদি বাজেট পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের সুযোগ অনুসন্ধান করা

IID
BNSK
WARBE Development Foundation
PROKAS Promoting Knowledge for Accountable Systems